Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Shakila Parvin Sadika

রোলঃ 23100120847

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Shakila Parvin Sadika

রোলঃ 23100120847

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Shakila Parvin Sadika, আইডিঃ 23100120847 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাকিলা পারভিন সাদিকা

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

(স্বাক্ষর)

Shakila Parvin Sadika

আইডিঃ 23100120847

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ১ মৃত্যুর বাস্তবতা ও মানবজীবনের উদ্দেশ্য.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ২ কবরের জীবনের পরিচয়.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ৩ মৃত্যুর সময়কার অবস্থা.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ৪ আত্মার অবস্থা.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ৫ মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ৬ কবরের নেয়ামত .....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ৭ কবরের আযাব .....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ৮ কবরের আযাব থেকে মুক্তির আমল.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ৯ রাসূল ﷺ এর কবর সম্পর্কিত শিক্ষা .....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ১০ সাহাবায়ে কেরামের কবরভীতি.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ১১ বর্তমান সমাজ ও আখিরাত বিমুখতা.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ১২ মৃত্যুর প্রস্তুতির বাস্তব উপায়.....Error! Bookmark not defined.

অধ্যায় ১৩ কবরের জীবনের শিক্ষা ও আমাদের করণীয় .....Error! Bookmark not defined.

উপসংহার .....Error! Bookmark not defined.

তথ্যসূত্র .....Error! Bookmark not defined.

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দিয়েছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ঘোষণা দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবজাতির শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি, যিনি মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মানবজীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত সত্য হলো মৃত্যু। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

> “প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।”
— সূরা আলে ইমরান: ১৮৫

মৃত্যু কোনো সমাপ্তি নয়; বরং এটি এক নতুন জীবনের সূচনা। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর মানুষ এমন এক জগতে প্রবেশ করে, যাকে ‘বারযাখ’ বা ‘কবরের জীবন’ বলা হয়। এই কবরের জীবন আখিরাতের প্রথম ধাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
> “কবর হলো আখিরাতের প্রথম منزل। কেউ যদি সেখানে সফল হয়, তবে পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হবে। আর যদি সেখানে ব্যর্থ হয়, তবে পরবর্তী ধাপগুলো আরও কঠিন হবে।”
— সুনানে তিরমিযী

আজকের সমাজে মানুষ দুনিয়ার চাকচিক্য, সম্পদ, ভোগ-বিলাস এবং সাময়িক সুখে এতটাই মগ্ন যে মৃত্যু ও কবরের কথা খুব কমই স্মরণ করে। অথচ একজন মুমিনের জন্য কবরের জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবর হবে হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত। তাই এই জীবনেই আখিরাতের সফলতার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

এই থিসিসে কবরের জীবন, কবরের আযাব ও নেয়ামত, মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা, বারযাখ, মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন, কবরের জীবনের বিভিন্ন ধাপ এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ১ মৃত্যুর বাস্তবতা ও মানবজীবনের উদ্দেশ্য

মানুষ পৃথিবীতে চিরদিন থাকার জন্য আসেনি। দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষার স্থান। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য এবং পরীক্ষা করার জন্য যে, কে উত্তম আমল করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

> **"তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন—কে আমলে উত্তম।"**
> **— সূরা মুলক: ২**

মৃত্যুর অনিবার্যতা

মৃত্যু এমন এক বাস্তবতা, যেখান থেকে কোনো মানুষ পালাতে পারবে না। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, আলেম-জাহেল—সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তুমি যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।"
— সূরা আন-নিসা: ৭৮

এ আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মৃত্যু কোনো নির্দিষ্ট স্থান, সময় বা অবস্থার উপর নির্ভর করে না। মানুষের নির্ধারিত সময় পূর্ণ হলেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।

মৃত্যুর সময় নির্ধারিত

প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। কেউ এক মুহূর্ত আগে বা পরে মরতে পারে না।

আল্লাহ বলেন—

“যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্ত পিছাতেও পারবে না এবং আগাতেও পারবে না।”
— সূরা আল-আরাফ: ৩৪

এ কারণে একজন মুমিন সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কারণ সে জানে না কখন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হবে।

মৃত্যু মানুষের অহংকার ভেঙে দেয়। মানুষ যত শক্তিশালী বা ধনী হোক না কেন, একদিন তাকে মাটির নিচে যেতে হবে। তাই ইসলামে মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে বলা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> “তোমরা সুখ বিনষ্টকারী বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।”
— সুনানে তিরমিযী।

দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব

দুনিয়ার জীবন খুবই অল্প সময়ের। মানুষ অল্প কিছু দিনের জন্য পৃথিবীতে আসে। কিন্তু আখিরাতের জীবন অনন্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

> “দুনিয়ার জীবন তো কেবল ধোঁকার সামগ্রী।”
— সূরা হাদীদ: ২০

মানুষ দুনিয়ার জীবনে বাড়ি-গাড়ি, অর্থ-সম্পদ, পদ-পদবি নিয়ে ব্যস্ত থাকে; অথচ মৃত্যু আসলে সবকিছু রেখে চলে যেতে হয়। কবরের মধ্যে মানুষের সাথে থাকবে না তার ধন-সম্পদ, পরিবার কিংবা ক্ষমতা। সাথে যাবে শুধু আমল।
রাসূল ﷺ বলেন:

> “মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়—তার পরিবার, সম্পদ ও আমল। দুটি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে, আর আমল থেকে যায়।”
— সহীহ বুখারী

মানুষের প্রকৃত সফলতা

প্রকৃত সফলতা দুনিয়ার ধন-সম্পদে নয়; বরং আখিরাতে মুক্তি লাভে। আল্লাহ বলেন:

> “যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই সফল।”
— সূরা আলে ইমরান: ১৮৫

তাই একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই, যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

অধ্যায় ২ কবরের জীবনের পরিচয়

কবরের জীবনকে আরবি ভাষায় ‘হায়াতুল বারযাখ’ বলা হয়। এটি দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের মধ্যবর্তী একটি জগৎ। মানুষ মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত এই জীবনে অবস্থান করবে।

বারযাখের অর্থ

‘বারযাখ’ শব্দের অর্থ হলো দুই বস্তুর মধ্যবর্তী পর্দা বা ব্যবধান।
ইসলামী পরিভাষায়, মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের যে জীবন, তাকে বারযাখের জীবন বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুর পর কবরের যে জগতে অবস্থান করে, সেটাই বারযাখ।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ, পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।”
— সূরা আল-মু’মিনূন: ১০০

এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষ এমন এক জগতে প্রবেশ করে যেখানে সে কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে।

বারযাখের জীবনের বৈশিষ্ট্য

১. এটি দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী জীবন।বারযাখ না পুরোপুরি দুনিয়ার জীবন, না আখিরাতের চূড়ান্ত জীবন। এটি মাঝামাঝি এক বিশেষ অবস্থা।
২. কবর থেকেই এর সূচনা।মানুষ মারা যাওয়ার পরই বারযাখের জীবন শুরু হয়। এজন্য কবরকে আখিরাতের প্রথম ধাপ বলা হয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“কবর হলো আখিরাতের প্রথম (منزل) ধাপ।”

— সুনানে তিরমিজি

৩. সেখানে আমল অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি হবে নেককার মানুষের জন্য কবর হবে জান্নাতের বাগানের মতো শান্তির স্থান। আর পাপীদের জন্য হবে শাস্তির স্থান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"কবর হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।"
— সুনানে তিরমিজি

৪. মানুষ কিছু অনুভব করতে পারবে । বারযাখের জীবনে মানুষ আনন্দ, কষ্ট, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি অনুভব করবে। মুনকার ও নাকির নামক ফেরেশতা এসে ঈমান ও আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।
প্রশ্নগুলো হবে সাধারণত:
তোমার রব কে?
তোমার দ্বীন কী?
তোমাদের কাছে প্রেরিত ব্যক্তি কে?
মুমিন ব্যক্তি সঠিক উত্তর দিতে পারবে, কিন্তু কাফির বা মুনাফিক পারবে না।

মৃত্যুর পরও জীবন আছে। ইসলামে মৃত্যু মানে সবকিছুর সমাপ্তি নয়; বরং নতুন জীবনের সূচনা। দুনিয়ার জীবন প্রস্তুতির সময়।বারযাখের অবস্থা নির্ভর করবে দুনিয়ার আমলের উপর।কবরের প্রস্তুতি জরুরি। নামাজ, তওবা, কুরআন তিলাওয়াত, হালাল উপার্জন ও মানুষের হক আদায় কবরের শান্তির কারণ হতে পারে।

কবরের জীবন সত্য

কবরের জীবন, কবরের আযাব ও নেয়ামত—এসব বিষয় কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো, কবরের জীবন সত্য।

আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন:

> "আগুনের সামনে তাদের সকাল-সন্ধ্যা উপস্থিত করা হয়।"
— সূরা গাফির: ৪৬

তাফসীরবিদগণ বলেন, এটি কবরের আযাবের প্রমাণ।

রাসূল ﷺ বহু হাদীসে কবরের আযাব ও নেয়ামতের কথা বলেছেন। তিনি কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং সাহাবীদেরও শিক্ষা দিতেন।

হাদিসের আলোকে কবরের জীবন

রাসূল ﷺ বলেছেন ,
"কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ"
— সুনানে তিরমিজি

তিনি আরও বলেছেন,
কবর হলো জান্নাতের বাগান সমূহের একটি অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত
— সুনানে তিরমিজি

কবরের জীবনের বৈশিষ্ট্য

১. এটি অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত।
২. এখানে মানুষের আমল অনুযায়ী প্রতিদান শুরু হবে।
৩. কবর হবে হয় শান্তির স্থান, নয়তো শাস্তির স্থান।
৪. এখানে সময়ের অনুভূতি দুনিয়ার মতো হবে না।
৫. কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ এই অবস্থায় থাকবে।

অধ্যায় ৩ মৃত্যুর সময়কার অবস্থা

মৃত্যুর সময়কার অবস্থা মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ একটি মুহূর্ত। ইসলামে মৃত্যুকে ধ্বংস নয়; বরং এক জগত থেকে আরেক জগতে স্থানান্তর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে মৃত্যুর সময় মানুষের যে অবস্থা হয়, তা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এসেছে।কিছুক্ষন আগেও যে মানুষটি মানুষ হিসেবে পরিচিতি পায় এক মুহূর্তে তার পরিচয় পরিবর্তন হয়ে যায়।

মৃত্যুর সময় কী ঘটে?

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।”—সূরা আল ইমরান ৩:১৮৫

মৃত্যুর সময় মানুষের রূহ (আত্মা) দেহ থেকে বের করা হয়। তখন ফেরেশতারা উপস্থিত হন।

মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময়কার অবস্থা

যে ব্যক্তি ঈমানদার ও নেককার, তার জন্য মৃত্যুর সময় সহজ ও শান্তিময় হয়।

১.রহমতের ফেরেশতাদের আগমন

হাদীসে এসেছে, মুমিন বান্দার কাছে উজ্জ্বল চেহারার ফেরেশতারা আসেন। তারা জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে আসে। তারপর মালাকুল মাওত বলেন—

“হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আসো।”

২.রূহ সহজে বের হয়

মুমিনের রূহ এমনভাবে বের হয় যেমন পানির পাত্র থেকে পানি সহজে বের হয়।

এরপর ফেরেশতারা সেই রূহকে সুগন্ধিযুক্ত কাপড়ে জড়িয়ে আসমানের দিকে নিয়ে যান।
রাসূল ﷺ বলেন:

> "মুমিনের রূহ এমনভাবে বের হয়, যেমন পানির পাত্র থেকে পানির ফোঁটা বের হয়।"
— মুসনাদ আহমদ

কাফির বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর সময়কার অবস্থা

যারা আল্লাহকে অমান্য করেছে ও কুফরি করেছে, তাদের মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন হয়।

১. শাস্তির ফেরেশতাদের আগমন
কালো চেহারার কঠোর ফেরেশতারা আসে। তাদের সাথে জাহান্নামের কাপড় থাকে।

২. রূহ কঠিনভাবে বের করা হয়
মালাকুল মাওত বলেন:

"হে অপবিত্র আত্মা, আল্লাহর গজবের দিকে আসো"

আল্লাহ তাআলা বলেন:

> "যদি তুমি দেখতে যখন জালিমদের মৃত্যু যন্ত্রণা চলবে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে বলবে—তোমাদের প্রাণ বের করো।"
— সূরা আনআম: ৯৩
এই মৃত্যু যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়াবহ।তার রূহ এমন কষ্টে বের করা হয় যেন ভেজা পশমের ভিতর থেকে লোহার কাঁটা টেনে বের করা হচ্ছে।

মৃত্যুর কষ্ট (সাকরাতুল মাওত)

মৃত্যুর যন্ত্রণাকে "**সাকরাতুল মাওত**" বলা হয়।
আল্লাহ বলেন—

"মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই সত্যরূপে আসবে।"
— ৫০:১৯
এমনকি নবীগণও মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করেছেন।
রাসূল সাঃ মৃত্যুর সময় বলতেন—

"মৃত্যুর অবশ্যই কষ্ট রয়েছে।"

মৃত্যুর সময় মানুষ কী দেখতে পায়?
মৃত্যুর সময় পর্দা কিছুটা উন্মোচিত হয়। মানুষ ফেরেশতা ও তার পরিণতির কিছু বিষয় দেখতে শুরু করে।
মুমিন ব্যক্তি জান্নাতের সুসংবাদ পায়, আর কাফির জাহান্নামের আযাবের পূর্বাভাস দেখে ভীত হয়ে যায়।

মৃত্যুর সময় তওবা গ্রহণ

যখন মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে যায় এবং রূহ গলায় পৌঁছে যায়, তখন আর তওবা গ্রহণ করা হয় না।
আল্লাহ বলেন—

"তাদের তওবা নয়, যারা মৃত্যুর সময় এসে বলে— এখন আমি তওবা করছি।"
— ৪:১৮

মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা

হাদীসে এসেছে, শয়তান মৃত্যুর সময় মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, যাতে সে ঈমানহারা হয়ে মারা যায়। এজন্য মৃত্যুর সময় কালিমা পাঠের গুরুত্ব অনেক বেশি।

"তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দাও।"

মৃত্যুর সময়কার কিছু লক্ষণ

মৃত্যুর সময় সাধারণত কিছু লক্ষণ দেখা যেতে পারে—

- চোখ স্থির হয়ে যাওয়া
- নিঃশ্বাস ধীর হয়ে আসা
- শরীর ঠান্ডা হতে শুরু করা
- কপালে ঘাম হওয়া (মুমিনের জন্য ভালো আলামত)
- জিহ্বা ভারী হয়ে যাওয়া
- তবে এগুলো সবার ক্ষেত্রে একইভাবে নাও হতে পারে।

মৃত্যুর পরপরই কী হয়?

মৃত্যুর পর—

- রূহ দেহ থেকে আলাদা হয়
- ফেরেশতারা রূহ নিয়ে যান
- মানুষ বারযাখের জীবনে প্রবেশ করে
- কবরের প্রশ্ন শুরু হয়

অধ্যায় ৪ আত্মার অবস্থা

ইসলামে "আত্মা"কে বলা হয় রূহ। এটি আল্লাহ তাআলার এক মহান সৃষ্টি। মানুষের দেহ মাটির তৈরি হলেও রূহ আল্লাহর বিশেষ আদেশে দেহে প্রবেশ করে এবং মৃত্যুর সময় তা বের হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশের বিষয়।"
— ১৭:৮৫

মানুষের জীবনে রূহের ধাপসমূহ

রূহের অবস্থা কয়েকটি ধাপে আলোচনা করা যায়—

- দুনিয়ার জীবনে
- মৃত্যুর সময়
- কবর বা বারযাখে
- কিয়ামতের দিন
- জান্নাত বা জাহান্নামে
-

১. দুনিয়ার জীবনে আত্মার অবস্থা

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন। তখন মানুষ জীবিত হয়। ঘুমের সময়ও রূহ আংশিকভাবে দেহ থেকে আলাদা থাকে।

আল্লাহ বলেন—
"আল্লাহ মৃত্যুর সময় মানুষের প্রাণ গ্রহণ করেন এবং যে মারা যায়নি তার প্রাণও নিদ্রার সময় গ্রহণ করেন।"

— ৩৯:৪২

এ কারণে ঘুমকে "**ছোট মৃত্যু**" বলা হয়।

২. মৃত্যুর সময় আত্মার অবস্থা

মৃত্যুর সময় মালাকুল মাওত রূহ বের করেন।

মুমিনের রূহ -

- শান্তভাবে বের হয়
- সুগন্ধিযুক্ত কাপড়ে রাখা হয়
- আসমানে সম্মানের সাথে নেওয়া হয়
- জান্নাতের সুসংবাদ পায়

কাফিরের রূহ –

- অত্যন্ত কষ্টে বের হয়
- দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে জড়ানো হয়
- আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় না
- শাস্তির সংবাদ পায়

৩. কবর বা বারযাখে আত্মার অবস্থা

মৃত্যুর পর মানুষ "বারযাখ" নামক জগতে প্রবেশ করে। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝামাঝি একটি জীবন।

মুমিনের আত্মা-

- শান্তি ও নেয়ামতে থাকে
- জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধ পায়

- কবর প্রশস্ত হয়
- নেক আমল সঙ্গী হয়

পাপীর আত্মা-

- শাস্তি ভোগ করে
- কবর সংকীর্ণ হয়
- জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ অনুভব করে

৪. কিয়ামতের দিন আত্মার অবস্থা

কিয়ামতের দিন সকল রূহ আবার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর হিসাব-নিকাশ হবে।
আল্লাহ বলেন—

"যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তেমনিভাবে আবার ফিরিয়ে আনব।"
— ২১:১০৪

৫. জান্নাত বা জাহান্নামে আত্মার চূড়ান্ত অবস্থা

জান্নাতে মুমিনদের আত্মা চিরশান্তিতে থাকবে। সেখানে থাকবে—

- কোনো মৃত্যু নেই
- দুঃখ নেই
- কষ্ট নেই
- অনন্ত সুখ

জাহান্নামে কাফির ও অবাধ্যদের জন্য থাকবে—

- কঠিন শাস্তি
- আগুন

➢ অনন্ত কষ্ট

মৃত্যুর পর আত্মা ধ্বংস হয়ে যায় না; বরং তা নতুন জীবনে প্রবেশ করে। ইসলামে আত্মার অস্তিত্ব ও তার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।
মুমিনের আত্মা শান্তি ও প্রশান্তিতে থাকে। অন্যদিকে কাফিরের আত্মা কষ্ট ও শাস্তিতে থাকে।
রাসূল ﷺ বলেন:

> **"মুমিনের আত্মা জান্নাতের গাছে বিচরণ করে।"**

আত্মা ও শরীরের সম্পর্ক কবরেও একধরনের থাকবে। তাই কবরের আযাব ও নেয়ামত উভয়ই সত্য।

অধ্যায় ৫ মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন

মৃত্যুর পর মানুষকে কবরস্থ করার পর আল্লাহ তাআলা দুইজন ফেরেশতা পাঠান। তাদের নাম হলো মুনকার ও নাকীর। তারা মৃত ব্যক্তিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নগুলোই কবরের প্রথম পরীক্ষা।

হাদীসে এসেছে—

"বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা চলে যায়... তখন তার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসেন।"
— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

মুনকার ও নাকীর কারা?

মুনকার ও নাকীর হলেন কবরের প্রশ্নকারী দুই ফেরেশতা।তাদের কাজ হলো মৃত ব্যক্তির ঈমান ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা।হাদীসে তাদের ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনাও এসেছে। তারা কী প্রশ্ন করবেন?

সাধারণত **তিনটি মূল প্রশ্ন** করা হবে—

১. আরবিতে:

مَنْ رَبُّكَ؟

অর্থ:"তোমার প্রতিপালক কে?"

মুমিনের উত্তর:
"আমার রব আল্লাহ।"

২. আরবিতে:

مَا دِينُكَ؟

অর্থ:"তোমার ধর্ম কী?"

মুমিনের উত্তর:
“আমার দ্বীন ইসলাম।”

৩.আরবিতে:

مَنْ نَبِيُّكَ؟

অর্থ:“তোমার নবী কে?”

মুমিনের উত্তর:
“আমার নবী রাসূল ﷺ।”

মুমিনের অবস্থা

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ঈমান ও নেক আমলের উপর ছিল, আল্লাহ তাকে সঠিক উত্তর দেওয়ার তাওফিক দেবেন।
তারপর—

- ❖ কবর প্রশস্ত করা হবে
- ❖ জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে
- ❖ শান্তি ও সুখ দেওয়া হবে

আল্লাহ বলেন—
“**আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ় বাক্য দ্বারা স্থির রাখেন দুনিয়া ও আখিরাতে।**”
— ১৪:২৭

অনেক মুফাসসির বলেছেন, এই আয়াত কবরের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কাফির বা মুনাফিকের অবস্থা

যে ব্যক্তি ঈমানহীন বা মুনাফিক ছিল, সে উত্তর দিতে পারবে না।
সে বলবে—

“হায়! আমি জানি না।”

তখন তার জন্য কবরের আযাব শুরু হবে।

কবরের চাপ ও আযাব

হাদীসে এসেছে,

কবর মানুষকে চাপ দেবে।
নেককারদের জন্য তা সহজ হবে, আর পাপীদের জন্য কঠিন হবে।

কারা সহজে উত্তর দিতে পারবে?

যারা—

- আল্লাহকে সত্যিকারভাবে মানে
- সালাত কায়েম করে
- কুরআন অনুসরণ করে
- সুন্নাহ মেনে চলে
- হারাম থেকে বাঁচে
- তাদের জন্য কবরের প্রশ্ন সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

কবরের প্রশ্নের প্রস্তুতি

১. বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন-
শিরক ও কুফরি থেকে বেঁচে থাকা।
২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় –
সালাত কবরের আলো।
৩. কুরআন তিলাওয়াত-
শেষ করে কুরআন কবরের আযাব থেকে রক্ষার ফজিলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে।

৪. বেশি বেশি তওবা-

গুনাহ থেকে ফিরে আসা।

৫. মৃত্যু স্মরণ –

মৃত্যুকে স্মরণ করলে মানুষ আখিরাতমুখী হয়।

অধ্যায় ৬ কবরের নেয়ামত

ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, কবরের জীবন (বারযাখ) শুধু শাস্তির স্থান নয়; নেককার মুমিনদের জন্য এটি শান্তি, সুখ ও নিয়ামতের স্থানও হতে পারে। একে "কবরের নিয়ামত" বলা হয়। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এর বহু বর্ণনা এসেছে।

কবরের নেয়ামত কী?

যে ব্যক্তি ঈমান ও নেক আমলের উপর মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি দান করেন। তার কবর জান্নাতের বাগানের মতো হয়ে যায়।

✓কুরআনের ইঙ্গিত
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ', অতঃপর এর উপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'ভয় করো না, দুঃখ করো না; তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।'"
— সূরা ফুসসিলাত: ৩০

মুফাসসিরগণ বলেন, মৃত্যুর সময় ও কবরেও মুমিন এই সুসংবাদ লাভ করবে।

✓হাদীসে কবরের নিয়ামত
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"মুমিন বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয়... তখন তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।"
— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

আরেক হাদীসে এসেছে:

“কবর হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।”

— সুনানে তিরমিযী

কবরের নিয়ামতের কিছু দিক

১. কবর প্রশস্ত হয়ে যাওয়া

মুমিনের জন্য কবর সংকীর্ণ থাকে না; আল্লাহ তা প্রশস্ত করে দেন।

২. জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া

তার সামনে জান্নাতের স্থান দেখানো হয় এবং জান্নাতের সুগন্ধ পৌঁছায়।

৩. শান্তি ও প্রশান্তি

মুমিন ব্যক্তি কবরের ভয় ও আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকে।

৪. নেক আমল সঙ্গী হওয়া

নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকা, ভালো কাজ ইত্যাদি কবরের জীবনে উপকার করে।

৫. উত্তম ঘুমের মতো অবস্থা

কিছু হাদীসে এসেছে, মুমিন ব্যক্তি এমন শান্তিতে থাকে যেন নববধূর মতো আরামে ঘুমাচ্ছে।

কারা কবরের নিয়ামত পাবে?

Δ খাঁটি ঈমানদার

Δ ফরজ ইবাদত আদায়কারী

Δ গুনাহ থেকে তাওবাকারী
Δ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপনকারী
Δ আল্লাহভীরু ব্যক্তি
Δ কবরের নিয়ামত লাভের আমল
Δ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত
Δ কুরআন তিলাওয়াত
Δ সূরা মুলক পড়া
(হাদীসে এসেছে, এটি কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে)
Δ বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার
Δ সাদাকা
Δ পিতা-মাতার আনুগত্য
Δ গীবত, মিথ্যা, জুলুম থেকে বেঁচে থাকা

কবরের জীবন মানুষের দুনিয়ার জীবনের মতো নয়। এটি "বারযাখ" — দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী জগৎ। এর প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে আমরা এতটুকু জানি যে, নেককারদের জন্য সেখানে শান্তি ও নিয়ামত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবরের আযাব থেকে হেফাজত করুন এবং কবরের নিয়ামত দান করুন। আমীন।

কবরের নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার। যারা ঈমান ও আমলের উপর অটল ছিল, তারা কবরে শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করবে। রাসূল ﷺ বলেন:

> **"তার নেক আমল সুন্দর চেহারার একজন মানুষের রূপে আসবে।"**

অধ্যায় ৭ কবরের আযাব

কবরের আযাব কী?

মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের যে মধ্যবর্তী জীবন, তাকে "বারযাখের জীবন" বলা হয়। এই সময়ে কিছু মানুষ শান্তি ও নিয়ামত পাবে, আর কিছু মানুষ আযাব ভোগ করবে। এটিই কবরের আযাব।

ইসলামী আকীদা অনুযায়ী "কবরের আযাব" সত্য এবং এটি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি ঈমানহীনতা, গুনাহ ও অবাধ্যতার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে, অথবা তাওবা ছাড়া বড় গুনাহে লিপ্ত থাকে, সে কবরের আযাব ভোগ করতে পারে।

✓কুরআনের প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা উপস্থিত করা হয়; আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, বলা হবে— ফিরআউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে প্রবেশ করাও।"
— সূরা গাফির: ৪৬

মুফাসসিরগণ বলেন, কিয়ামতের আগে সকাল-সন্ধ্যা আগুনের সামনে উপস্থিত করানো কবরের আযাবের প্রমাণ।
আরও এসেছে:

"আমি অবশ্যই তাদেরকে বড় শাস্তির আগে নিকটবর্তী শাস্তি আস্বাদন করাবো।" — সূরা সাজদাহ: ২১

✓হাদীসের প্রমাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন:

“এদের দু’জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো বিষয়ে নয়। একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনে সতর্ক থাকত না, আর অন্যজন চোগলখোরি করত।”
— সহীহ বুখারী
আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন:

“তোমরা যদি একে অপরকে দাফন করা বন্ধ করে না দিতে, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনিয়ে দেন।”
— সহীহ মুসলিম

কবরের আযাবের কারণসমূহ

১. শিরক ও কুফর-
সবচেয়ে বড় কারণ।
২. নামাজ ত্যাগ করা-
ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দেওয়া মারাত্মক গুনাহ।
৩. পেশাবের পবিত্রতায় অবহেলা-
হাদীসে বিশেষভাবে এসেছে।
৪. গীবত ও চোগলখোরি-
মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করা।
৫. মিথ্যা বলা-
বিশেষ করে বড় মিথ্যা ও অপবাদ।
৬. সুদ, জুলুম ও হারাম উপার্জন-
অন্যের হক নষ্ট করা।
৭. কুরআন অনুযায়ী আমল না করা-
জানার পরও অবাধ্যতা করা।

কবরের আযাবের কিছু অবস্থা

- কবর সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া
- আগুনের তাপ পৌঁছানো
- ভয় ও আতঙ্ক
- ফেরেশতাদের কঠোর আচরণ
- গুনাহ অনুযায়ী শাস্তি

কবরের আযাবের প্রকৃত ধরন ও অবস্থা আমাদের দুনিয়ার জ্ঞানের বাইরে। আমরা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যতটুকু জেনেছি, ততটুকুতেই বিশ্বাস করি।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবরের আযাব থেকে হেফাজত করুন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। আমীন।

কবরের আযাবের প্রমাণ

রাসূল ﷺ দুই কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন:

> **“তাদের দুজনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। আর বড় কোনো কারণে নয়। একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না এবং অন্যজন চোগলখোরি করত।”**
> **— সহীহ বুখারী**

অধ্যায় ৮ কবরের আযাব থেকে মুক্তির আমল

কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামে ঈমান, নেক আমল, তাওবা এবং আল্লাহভীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এমন কিছু আমলের কথা এসেছে, যা কবরের আযাব থেকে রক্ষার কারণ হয়।

১. খাঁটি তাওবা করা

সব গুনাহ থেকে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"
— সূরা আন-নূর: ৩১

২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায়

নামাজ মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং কবরের অন্ধকারে নূর হয়ে আসে।

৩. সূরা মুলক পড়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"কুরআনে ৩০ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা একজন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, যতক্ষণ না তাকে ক্ষমা করা হয়। সেটি হলো সূরা মুলক।"
— সুনানে তিরমিযী
আরেক বর্ণনায় এসেছে, এটি কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে।

৪.পবিত্রতা রক্ষা করা

বিশেষ করে পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকা।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“অধিকাংশ কবরের আযাব হয় পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে।”
— সুনানে দারাকুতনী

৫. গীবত, চোগলখোরি ও মিথ্যা বর্জন
এগুলো কবরের আযাবের বড় কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

৬. কুরআন তিলাওয়াত ও আমল
শুধু পড়া নয়, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

৭. বেশি বেশি জিকির ও ইস্তিগফার
“**আস্তাগফিরুল্লাহ**” বেশি পড়া হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে।

৮. সাদাকা করা
দান-সদকা বিপদ ও আযাব দূর করার মাধ্যম।

৯. শহীদ হওয়া
হাদীসে এসেছে, শহীদ ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকে।

১০. সীমান্ত পাহারা বা দ্বীনের খিদমত
আল্লাহর পথে পাহারাদারির ফজিলত সম্পর্কেও কবরের নিরাপত্তার কথা এসেছে।

১১. মৃত্যুর আগে ঈমান ঠিক রাখা
সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ করা।

১২.রাসূল ﷺ এর শেখানো দোয়া
নামাজের শেষ বৈঠকে এই দোয়া পড়া সুন্নত:

“আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিন আযাবিল কবর, ওয়া মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত...”

— সহীহ মুসলিম

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।”

কবরের আযাব থেকে বাঁচতে বিশেষভাবে যেগুলো পরিহার করা জরুরি

✓শিরক
✓নামাজ ত্যাগ
✓সুদ
✓জিনা
✓হারাম উপার্জন
✓মানুষের হক নষ্ট করা
✓মিথ্যা ও গীবত

কবরের মুক্তি শুধু মুখের কথায় নয়; ঈমান, ইখলাস, নেক আমল ও আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন, কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। আমীন।

অধ্যায় ৯ রাসূল ﷺ এর কবর সম্পর্কিত শিক্ষা

মুহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে কবর সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। এসব শিক্ষা মানুষের ঈমান, আখিরাতের প্রস্তুতি ও মৃত্যুচিন্তাকে দৃঢ় করে। নিচে কবর সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হলো—

১. কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। কেউ যদি এতে সফল হয়, তবে পরবর্তী ধাপগুলো তার জন্য সহজ হবে; আর যদি এতে সফল না হয়, তবে পরবর্তী ধাপগুলো আরও কঠিন হবে।”

— তিরমিযি

এ থেকে বোঝা যায়, কবরের জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. কবরের আযাব সত্য

রাসূল ﷺ কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন এবং সাহাবীদেরও তা শিখিয়েছেন ।

সহিহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, দুই ব্যক্তিকে কবরের আযাব দেওয়া হচ্ছিল—
একজন চোগলখোর ছিল, অন্যজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনে সতর্ক থাকত না।

৩. কবর জিয়ারত করার শিক্ষা

প্রথমে কবর জিয়ারত নিষেধ ছিল, পরে রাসূল ﷺ অনুমতি দেন।
তিনি বলেছেন—

“আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো; কারণ তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।”
— সহিহ মুসলিম

৪.কবর জিয়ারতের উপকারিতা

- মৃত্যুর কথা স্মরণ করা
- আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়া
- মৃতদের জন্য দোয়া করা

রাসূল ﷺ বলেন:

> **“তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।”**
— সহীহ মুসলিম

কবর জিয়ারত মানুষকে নম্র করে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়।

৫.মৃত্যুর পূর্বে প্রস্তুতি

রাসূল ﷺ বলেন:
> **“বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে।”**

৬.কবরকে ইবাদতের স্থান বানাতে নিষেধ

রাসূল ﷺ বলেছেন—
“ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে।”
— সহিহ বুখারী

এ শিক্ষা থেকে বোঝা যায়—
কবরে সিজদা করা যাবে না।
কবরকে পূজা করা যাবে না।
কবরের কাছে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না।

৭.মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা

রাসূল ﷺ জানাজা ও কবরস্থানে মৃতদের জন্য দোয়া করতেন।
কবরস্থানে গেলে তিনি বলতেন—

“আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু’মিনীন...”
অর্থঃ “হে মুমিন কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক...”

অধ্যায় ১০ সাহাবায়ে কেরামের কবরভীতি

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন পৃথিবীর বুকে ঈমান ও তাকওয়ার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণকারী দল। তা সত্ত্বেও কবর এবং পরকালের চিন্তায় তাঁদের অন্তর কেঁপে উঠত। একেই বলা হয় **কবর ভীতি বা কবরের আজাবের ভয়।**

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সাহাবিদের এই কবর ভীতির স্বরূপ এবং এর কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. কবর ভীতির মূল কারণ

সাহাবিদের কবর ভীতির মূল কারণ ছিল আল-কোরআনের পরকাল ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ।
আল্লাহ তাআলা কোরআনে ঘোষণা করেছেন:

> **"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কেয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে।"**
> ***(সূরা আল-ইমরান: ১৮৫)***

এছাড়াও সূরা আত-তাকাসুর-এর আয়াতসমূহ:

"প্রচুর ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে প্রবেশ করো।"

— এই আয়াতগুলো যখন নাজিল হতো, সাহাবিরা দুনিয়ার মোহ ভুলে কবরের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন, কবর হলো পরকালের প্রথম স্টেশন।

২. হাদিসের আলোকে সাহাবিদের কবর ভীতি ও আমল

হাদিসের পাতায় সাহাবায়ে কেরামের কবর ভীতির বহু মর্মস্পর্শী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নিচে প্রধান কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

ক. হযরত উসমান (রা.)-এর কান্নাকাটি

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) যখনই কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, এত কাঁদতেন যে তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, **"জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করলে আপনি এত কাঁদেন না, অথচ কবরের কথা স্মরণ করে এত কাঁদেন কেন?"**

তিনি জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন:

> রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"কবর হলো পরকালের প্রথম ঘাঁটি (স্টেশন)। যে ব্যক্তি এই ঘাঁটি থেকে মুক্তি পাবে, তার পরের ঘাঁটিগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর যে এখান থেকে মুক্তি পাবে না, তার জন্য পরের ঘাঁটিগুলো আরও কঠিন হবে।"* উসমান (রা.) আরও বলেন, **রাসূল (সা.) বলেছেন, *"আমি কবরের চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য আর কখনোই দেখিনি।"***

(সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৩০৮)

খ. হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনুভূতি

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কবরের ভীতি এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার ভয়ে মাঝে মাঝে বলতেন,

***"হায়! আমি যদি কোনো গাছের সবুজ পাতা হতাম, যা পশুপাখি খেয়ে শেষ করে ফেলত আর আমার কোনো হিসাব হতো না।"* (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা)।**

গ. হযরত উমর (রা.)-এর অন্তিম মুহূর্তের ভয়

আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) শাহাদাতের ঠিক পূর্বে যখন মৃত্যুর কোলে শায়িত, তখন কবরের কঠিন পরিস্থিতি ও আল্লাহর হিসাবের ভয়ে নিজের গাল মাটির সাথে লেপ্টে দিয়ে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন:

*"**উমরের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যদি না তার রব তাকে ক্ষমা করেন।"* (সহীহ বুখারী)**।

৩. কবরের আজাব থেকে সাহাবিদের আশ্রয়ের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের প্রতিনিয়ত কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া শিখিয়েছেন, যা সাহাবিরা প্রতি সালাতের শেষ বৈঠকে (তাশাহুদে) পাঠ করতেন:

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কাবর..."* (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আজাব এবং কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই)। (সহীহ বুখারী)*

সাহাবিদের এই ভীতি মোটেও সাধারণ কোনো হতাশা ছিল না; বরং এটি ছিল আল্লাহর প্রতি গভীর মহব্বত এবং পরকালের সফলতার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা। তাঁদের এই কবর ভীতিই তাঁদেরকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সৎ মানুষে পরিণত করেছিল।

অধ্যায় ১১ বর্তমান সমাজ ও আখিরাত বিমুখতা

কোরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ

বর্তমান সমাজে মানুষ দুনিয়ার চাকচিক্য, ভোগ-বিলাস, অর্থ, খ্যাতি ও প্রযুক্তির মোহে এত বেশি ডুবে যাচ্ছে যে আখিরাতের চিন্তা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইসলাম এটিকে "গাফলত" বা উদাসীনতা বলে। কোরআন ও হাদিসে বারবার মানুষকে আখিরাত স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

কোরআনের আলোকে আখিরাত বিমুখতা

১. দুনিয়ার মোহ মানুষকে আখিরাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়

> "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেতের প্রতি ভালোবাসা। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু; আর আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"
— সূরা আলে ইমরান ৩:১৪

আজ মানুষ অর্থ, গাড়ি, বাড়ি, ফ্যাশন ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে এত ব্যস্ত যে মৃত্যু ও আখিরাতের কথা ভুলে যাচ্ছে।

২. মানুষ দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়

> "তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ আখিরাতই উত্তম ও স্থায়ী।"
— সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬–১৭

বর্তমান সমাজে দেখা যায়—

- নামাজের সময় নেই, কিন্তু বিনোদনের সময় আছে

- কোরআন পড়ার আগ্রহ কম, কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়
- মানুষ ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু কবর ও হিসাব নিয়ে উদাসীন

৩. গাফলতের জীবন

> "মানুষের হিসাব নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে।
— সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১

এই আয়াত বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। মৃত্যু প্রতিদিন সামনে আসছে, তবুও মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছে না।

হাদিসের আলোকে আখিরাত বিমুখতা

১. দুনিয়া মুমিনের জন্য পরীক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> "দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।"
— সহিহ মুসলিম

অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ার মোহে ডুবে যায় না; বরং আখিরাতকে মূল লক্ষ্য বানায়।

২. অধিক সম্পদের প্রতিযোগিতা

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আদম সন্তানের যদি দুটি স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে সে তৃতীয়টি কামনা করবে।"

— সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম

আজকের সমাজে—
আরও টাকা,
আরও বিলাসিতা,
আরও ফলোয়ার,
আরও ক্ষমতা
পাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে।

কিন্তু **মৃত্যু এলে সবকিছু রেখে যেতে হবে।**

৩. পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিসের মূল্য

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "পাঁচটি জিনিস আসার আগে পাঁচটি জিনিসের মূল্য গ্রহণ করো—
বার্ধক্যের আগে যৌবন, অসুস্থতার আগে সুস্থতা, দারিদ্র্যের আগে সম্পদ, ব্যস্ততার আগে অবসর এবং মৃত্যুর আগে জীবন।"
— মুসতাদরাক হাকিম

বর্তমানে মানুষ যৌবনকে ইবাদতের বদলে বিনোদনে নষ্ট করছে।

বর্তমান সমাজে আখিরাত বিমুখতার কিছু উদাহরণ

১. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্তি

আজ অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিডিও, রিলস ও বিনোদনে কাটায়; কিন্তু ১০ মিনিট কোরআন তিলাওয়াত করতে কষ্ট হয়।
ফল:

- হৃদয় কঠিন হয়ে যায়
- গুনাহ স্বাভাবিক মনে হয়
- আখিরাতের চিন্তা কমে যায়

২. নামাজ অবহেলা

অনেকে কাজ, ব্যবসা বা পড়াশোনার কারণে নামাজ পিছিয়ে দেয় বা ছেড়ে দেয়।
কিন্তু আল্লাহ বলেন:

> **“তাদের পর এলো এমন এক প্রজন্ম, যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।”**
— সূরা মারইয়াম ১৯:৫৯

৩. দুনিয়াবি সফলতাকেই আসল সফলতা মনে করা

বর্তমানে সফলতা বলতে বোঝানো হয়—
বড় চাকরি,
দামি গাড়ি,
বিলাসবহুল জীবন।

কিন্তু কোরআনের ভাষায় প্রকৃত সফলতা হলো:

> **“যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফল।”**
— সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫

৪. মৃত্যু স্মরণ না করা

আগে মানুষ কবর জিয়ারত করত, মৃত্যু স্মরণ করত। এখন মৃত্যু নিয়ে কথা বললেই অনেকে বিরক্ত হয়।
রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমরা অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করো, যা সকল স্বাদকে নষ্ট করে দেয়।"
— সুনানে তিরমিজি

আখিরাত বিমুখতার ক্ষতি

∆ হৃদয়ে অশান্তি আসে।
∆ গুনাহ বাড়ে।
∆ ইবাদতে অলসতা আসে।
∆ কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি নষ্ট হয়।
∆ পরিবারেও দ্বীনি পরিবেশ কমে যায়।

সমাধান: কিভাবে আখিরাতমুখী হওয়া যায়?

১. নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত-
কোরআন হৃদয়কে জাগ্রত করে।

২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক করা-
সালাত মানুষকে গাফলত থেকে ফিরিয়ে আনে।

৩. মৃত্যু ও কবর স্মরণ-
কবর জিয়ারত ও আখিরাতের আলোচনা হৃদয় নরম করে।

৪. নেককারদের সঙ্গ গ্রহণ-
ভালো বন্ধু আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫. দুনিয়াকে লক্ষ্য নয়, মাধ্যম মনে করা-
দুনিয়া হলো পরীক্ষার জায়গা; স্থায়ী জীবন আখিরাতে।

বর্তমান সমাজ দুনিয়ার মোহে আখিরাত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোরআন ও হাদিস আমাদের সতর্ক করেছে যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আর আখিরাত চিরস্থায়ী। একজন মুমিনের উচিত দুনিয়ায় থেকে আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়া, কারণ মৃত্যু যেকোনো সময় এসে যেতে পারে।

অধ্যায় ১২ মৃত্যুর প্রস্তুতির বাস্তব উপায়

মৃত্যুর প্রস্তুতির বাস্তবতা

মৃত্যু এমন এক সত্য, যা থেকে কেউ পালাতে পারবে না। মানুষ দুনিয়ার জন্য অনেক প্রস্তুতি নেয়—শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, ঘরবাড়ি—কিন্তু আখিরাতের প্রস্তুতি অনেক সময় অবহেলিত থাকে।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন:

> “প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।”

— সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫

আরও বলেন:

> “তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবে; যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।”

— সূরা নিসা ৪:৭৮

মৃত্যুর প্রস্তুতি কেন জরুরি

মানুষ জানে না তার মৃত্যু কখন, কোথায়, কীভাবে হবে। তাই মুমিন সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> “বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে।”

— সুনান তিরমিজি

বর্তমান সমাজের বাস্তবতা

আজকের সমাজ দুনিয়ামুখী হয়ে গেছে। মানুষ—

∆ নামাজে অলস
∆ কুরআন থেকে দূরে
∆ গুনাহকে স্বাভাবিক মনে করে
∆ আখিরাতের চিন্তা কম করা
∆ মৃত্যুর কথা শুনতে চায় না

কিন্তু কবরের জীবন অত্যন্ত বাস্তব। মৃত্যু হল আখিরাতের প্রথম ধাপ।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "কবর হচ্ছে আখিরাতের প্রথম) منزلধাপ)। যদি কেউ এতে সফল হয়, পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হবে।"
— তিরমিজি

সাহাবায়ে কেরামের মৃত্যুভীতি

সাহাবীগণ মৃত্যুকে ভয় করতেন না, বরং মৃত্যুর পরের হিসাবকে ভয় করতেন।
উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন:

> "যদি আকাশ থেকে ঘোষণা আসে যে একজন ছাড়া সবাই জান্নাতে যাবে, আমি আশঙ্কা করব সেই একজন আমিই।"

উসমান ইবনে আফফান কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত কাঁদতেন যে দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে
বলতেন:
> "আমি রাসূল -ﷺকে বলতে শুনেছি, 'কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ।'"

মৃত্যুর প্রস্তুতির বাস্তব আমল

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক করা

নামাজ কিয়ামতের দিন প্রথম হিসাব হবে।

২. তওবা করা

গুনাহকে ছোট মনে না করা। প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

> **"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর।"**
>
> **— সূরা নূর ২৪:৩১**

৩. কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়া

প্রতিদিন কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝার চেষ্টা করা।

৪. হালাল উপার্জন

হারাম সম্পদ কবর ও আখিরাতে কঠিন জবাবদিহির কারণ হবে।

৫. মানুষের হক আদায়

কারও টাকা, সম্মান বা অধিকার নষ্ট করলে কিয়ামতে হিসাব দিতে হবে।

৬. মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করা

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> **"সকল স্বাদ নষ্টকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।"**
>
> **— তিরমিজি**

কবরের বাস্তবতা

✓মুমিনের জন্য:

- কবর প্রশস্ত হবে
- জান্নাতের জানালা খুলে দেওয়া হবে
- শান্তি ও প্রশান্তি থাকবে

✓অন্যদিকে গুনাহগার ও কাফিরের জন্য:

- কবর সংকীর্ণ হবে
- শাস্তি শুরু হবে

অনুশোচনা হবে, কিন্তু তখন আর সুযোগ থাকবে না।
দুনিয়া অস্থায়ী, আখিরাত চিরস্থায়ী। মৃত্যুর প্রস্তুতি শুধু কথায় নয়, আমলের মাধ্যমে নিতে হবে। আজ যে মানুষ হাসছে, ব্যস্ত আছে, পরিকল্পনা করছে—হয়তো আগামীকাল সে কবরবাসী হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

> **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে।"**
> **— সূরা হাশর ৫৯:১৮**

আল্লাহ আমাদের সবাইকে মৃত্যুর পূর্বে খাঁটি তওবা, নেক আমল এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

অধ্যায় ১৩ কবরের জীবনের শিক্ষা ও আমাদের করণীয়

কবরের জীবন (বারযাখ) মানুষের দুনিয়ার জীবনের পর আখিরাতের প্রথম ধাপ। এটি এমন এক বাস্তবতা, যা প্রতিটি মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। কবর আমাদের শেখায়—দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

> "তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ, পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।"
— সূরা মু'মিনূন ২৩:১০০

#কবরের জীবনের শিক্ষা

১. দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়

আজ মানুষ ক্ষমতা, সম্পদ ও সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করে; কিন্তু মৃত্যুর পর সবকিছু পিছনে রয়ে যায়। কবরে সঙ্গে যায় শুধু আমল।
রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তিনটি জিনিস যায়—পরিবার, সম্পদ ও আমল। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে, থেকে যায় শুধু আমল।"
— সহিহ বুখারি

২. মৃত্যুর পরও জীবন আছে

কবর নিছক মাটি নয়; এটি বারযাখের জীবন। সেখানে প্রশ্ন হবে, শান্তি বা শাস্তি শুরু হবে।
মুনকার-নাকির জিজ্ঞেস করবেন:
তোমার রব কে?
তোমার দ্বীন কী?

তোমার নবী কে?
মুমিন সঠিক উত্তর দিতে পারবে, আর মুনাফিক ও কাফির বিভ্রান্ত হবে।

৩. আমলের গুরুত্ব

কবরের শান্তি দুনিয়ার সম্পদে নয়, ঈমান ও নেক আমলে নির্ভর করে।
আল্লাহ বলেন:

> "যে সৎকর্ম করবে—পুরুষ হোক বা নারী—এবং মুমিন হয়, আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব।"
— সূরা নাহল ১৬:৯৭

৪. গুনাহের ভয়াবহতা

অনেক ছোট মনে করা গুনাহ কবরের শাস্তির কারণ হতে পারে—
যেমন:

- গীবত
- নামাজ ত্যাগ
- হারাম উপার্জন
- যিনা
- সুদ
- মানুষের হক নষ্ট করা

রাসূল ﷺ দুই কবরের পাশ দিয়ে গিয়ে বলেছিলেন:

> "এদের শাস্তি হচ্ছে। একজন প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকত না, অন্যজন চোগলখুরি করত।"
— সহিহ বুখারি

আমাদের করণীয়

১. নিয়মিত নামাজ আদায়

নামাজ ঈমানের মূল ভিত্তি। কবরের অন্ধকারে নামাজ হবে নূর।

২. প্রতিদিন তওবা করা

মানুষ ভুল করবেই, কিন্তু উত্তম মানুষ সেই যে তওবা করে।

আল্লাহ বলেন:

> "তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে সফল হতে পার।"

— সূরা নূর ২৪:৩১

৩. কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়া

কুরআন কিয়ামতে সুপারিশ করবে এবং কবরের সঙ্গী হবে।

৪. বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা

মৃত্যুর স্মরণ হৃদয় নরম করে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।"

— তিরমিজি

৫. মানুষের হক আদায় করা

কারও টাকা, সম্মান বা অধিকার নষ্ট করলে কিয়ামতে কঠিন হিসাব দিতে হবে।

৬. নেক আমল জমা করা

যেমন:

- সদকা
- কুরআন তিলাওয়াত
- যিকির
- রোজা

- পিতা-মাতার খেদমত
- মানুষের উপকার

৭. কবরের আযাব থেকে দোয়া করা
রাসূল ﷺ নিয়মিত দোয়া করতেন:

> "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিল কবর..."
(হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় চাই।)

কবরের আযাব থেকে মুক্তির জন্য আমাদের নিয়মিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করতে হবে।

উপসংহার

কবরের জীবন অনিবার্য এক বাস্তবতা। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কবর ও আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। মানুষ দুনিয়ার জন্য যত প্রস্তুতিই গ্রহণ করুক না কেন, প্রকৃত সফলতা সেই ব্যক্তির, যে মৃত্যুর পূর্বে ঈমান, নেক আমল ও তওবার মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

কবর আমাদের শিক্ষা দেয়—

Δ দুনিয়ার মোহে গাফেল না হতে
Δ আল্লাহকে ভয় করতে
Δ নামাজ, কুরআন ও নেক আমলে দৃঢ় হতে
Δ গুনাহ ও মানুষের হক নষ্ট করা থেকে বাঁচতে
Δ মৃত্যুকে স্মরণ করে জীবন পরিচালনা করতে

রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে।"
— সুনান তিরমিজি

আজ আমরা যেসব কাজ করছি, একদিন সেগুলোরই হিসাব দিতে হবে। কবর হবে হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে।"
— সূরা হাশর ৫৯:১৮

তাই আমাদের উচিত—

∆ নিয়মিত নামাজ আদায় করা
∆ খাঁটি তওবা করা
∆ কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়া
∆ হালাল জীবিকা অর্জন করা
∆ মানুষের হক আদায় করা
∆ বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। মৃত্যু আসার আগেই তওবা করা, নামায কায়েম করা, মানুষের হক আদায় করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জীবন পরিচালনা করা জরুরি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবরের আযাব থেকে হেফাজত করুন এবং কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. সহীহ বুখারী
৩. সহীহ মুসলিম
৪. সুনানে তিরমিযী
৫. সুনানে আবু দাউদ
৬. মুসনাদ আহমদ
৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর
৮. রিয়াদুস সালেহীন
৯. ইমাম গাজ্জালী রহ. — ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন
১০. ইবনুল কাইয়্যিম রহ. — কিতাবুর রূহ